কোরআন ও মোহাম্মদ

ঈশ্বরকে স্ব-চক্ষে দেখে বিশ্বাস করাকে যদি আস্তিকতা বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই একজন নাস্তিক; কারণ, আমি স্ব-চক্ষে ঈশ্বরকে কখনও দেখিনি এবং দেখার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না! অর্থাৎ, সারাটা জীবন নাস্তিক-ই থেকে যেতে হবে মনে হয়!

আকাশ মালিক সাহেব আমার সৌজন্যে কি মনে করে এতবড় একটি আর্টিকল লিখলেন এবং ঠিক কী কন্‌ভে করতে চেয়েছেন বুঝতে পারলাম না! আমি ওনার প্রত্যেকটি লেখাই আগ্রহ সহকারে পড়ি। হেড মাস্টার হিসেবে ছোট বাচ্চাদের উপর ওনার একটি লেখা এতই ভালো লেগেছিল যে লেখাটি প্রিন্ট করে আমার ওয়াইফের হাতে দিয়েছিলাম আমাদের ছোট্ট ছেলেটির জন্য। যাহোক, আমার ধারণা, ওনি শুধু একজন সিনিয়র মানুষই নন্, পাসাপাসি চমৎকার লেখেন এবং সেইসাথে বিভিন্ন বিষয়ে ভালো জ্ঞানও রাখেন। ফলে ওনার কোন লেখার সার্বিক উত্তর দেওয়া হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, কারণ আমি সবদিক দিয়েই পিছিয়ে আছি (আর ওনি উত্তর চেয়েছেন কি না সেটাও পরিস্কার না)। তাছাড়াও আকাশ মালিক সাহেবদের নিয়ে আমার একটুও উৎকণ্ঠা নেই। কিন্তু ওনি লেখার শেষে কিছু ছবি ও বিশেষ বুলেটিন লট্‌কাইয়া দিয়া ঠিক্ কী বুঝাতে চেয়েছেন বুঝতে পারছিনে! যদিও ওনি বুঝিয়ে দিয়েছেন!

যেমনটি বললাম, ওনার জ্ঞানগর্ভ এতবড় লেখার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ওনার অনেক বক্তব্যের সাথে আমি একমত-ও। তবে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি।

টাইটল দেখে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মালিক সাহেবের আর্টিকল ‘কোরআন ও মোহাম্মদ’ ওপেন করেছিলাম এ জন্য যে আমি দীর্ঘদিন থেকেই কোরানের আলোকে সমালোচনার কথা বলে আসছি (উত্তর কেহ দিতে পারবে কি না, সেটা আলাদা)। পরে হতাস হলাম এই দেখে যে ওনি ‘কোরআন ও মোহাম্মদ’ নাম দিলেও কোরানের বাহিরের অনেক কিছুই ঢুকিয়ে দিয়েছেন বলে মনে হলো! ১৯ পেজ আর্টিকলের প্রায় পুরোটাই মৌলানা মওদুদির বক্তব্য তুলে ধরে নিজের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করলেন কি না কে জানে! এই আর্টিকলের বরং নাম দেওয়া উচিৎ ছিল ‘মৌলানা মওদুদি ও ইসলাম’। আচ্ছা, কোরানের মধ্যে ‘আয়েশা’ কোথা থেকে আসলো?! টাইটল দিয়ে মানুষকে কিছুটা বিভ্রান্ত করছেন না কি! আরো একবার হোঁচট্ খেলাম যখন দেখলাম ওনি আয়াত ২:১৯০ কে স্কিপ্ করে তার পরের আয়াত ২:১৯১ কোট করেছেন, সেই সাথে আর এগোনোর আগ্রহ-ও হারিয়ে ফেললাম! তারপরও ওনার হাতের লেখা বলে অনেক কষ্ট করে পুরো প্রবন্ধই পড়েছি। এ বিষয়ে পরে আসছি।

মুসলিম থাকা অবস্থায় যারা মৌলানা মওদুদিকে কম-বেশী ঘৃণা করতো (মালিক সাহেব কি করতেন না? তবে জামাতীদের কথা কিন্তু আলাদা!) তারাই আবার এক্স-মুসলিম হয়ে যাওয়ার পর মৌলানা মওদুদির বক্তব্যকে একদম ‘রেভিলেশন’ হিসেবে মেনে নেয়! ঘটনাটা কি! মালিক সাহেবের লেখা থেকেই মওদুদির পুরো নামটা জানলাম! মৌলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদি! বাব্বাহ্! এত্তবড়ো নামও ওনি মুখস্ত রেখে কষ্ট করে টাইপ করেছেন!

মালিক সাহেব লিখেছেনঃ

“প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার নামই বিজ্ঞান, প্রশ্ন না করার নামই ধর্ম” - **আকাশ মালিক**

প্রথম অংশের সাথে আমি ১০০% একমত, আর কে-ই বা একমত হবে না! তবে দ্বিতীয় অংশে মনে হচ্ছে ওনিও ছোটবেলার (মোল্লাদের দ্বারা?) ব্রেনওয়াশ থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেন নি (আমিও এমনই

একজন!)! তাছাড়াও মালিক সাহেব 'ধর্ম' বলতে ঠিক কী বোঝেন এবং কোন্ ধর্মকে বুঝাচ্ছেন সেটাও পরিস্কার করে বলেন নি। যারা ওপেন মাইন্ডে কোরান পড়েছেন তারা মোটামূটি একমত হবেন যে, প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে যা বুঝানো হয় কোরান প্রকৃতপক্ষে এরকম কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, যেটা মালিক সাহেবের কথা দিয়েও প্রমাণ করা সম্ভব! ওনার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ যদি সত্য হয়, সেক্ষেত্রে কোরান সত্যি-সত্যিই কোন ধর্মগ্রন্থ নয়! অবাক হচ্ছেন কি! ওয়েল, তার কারণ হচ্ছে, কোরান মালিক সাহেবের বক্তব্যকে ফল্সিফাই (Falsify) করে। কোরান কি বলে দেখুন (মাত্র দুটি উদাহরণ)ঃ

17.36: SHAKIR: And follow not that of which you have not the knowledge.
KHALIFA: You shall not accept any information, unless you verify it for yourself.

প্রশ্ন ছাড়া কি জ্ঞান আহরণ সম্ভব?! কোন ইনফরমেশন ভেরিফাই করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন চলে আসবে, তাই নয় কি?

আরো দেখুনঃ

16.125: Invite (all) to the Way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching; and argue with them in ways that are best and most gracious.

প্রশ্ন ছাড়া কি আর্গু (argue) করা যায়! যেখানে আর্গুমেন্টের 'Room' আছে সেখানে প্রশ্নেরও 'Room' থাকতে বাধ্য, কি বলেন!

সুরা বাকারার শুধুই ১৯১ নং আয়াত কোট করা দেখেই ওপেন মাইন্ডেড লোকজন বুঝতে পারবে যে মালিক সাহেব নিজেই 'কিভাবে' কোরান পড়েন! আয়াত ১৯১ শুরু হয়েছে একটি কন্জাংশন 'And' দিয়ে। ওপেন মাইন্ডেড লোকজন অবশ্যই আগের আয়াতটা (১৯০) দেখে নেওয়ার কথা! মালিক সাহেব কি সুরাটা উল্টো দিক থেকে পড়া শুরু করে আয়াত ১৯১-তে এসে থেমে গেছেন! (২৮৬, ২৮৫, ২৮৪ ..... ১৯৩ ১৯২ ১৯১? স্টপ্! স্টপ্! স্টপ্!) ওনি কৌতুক করেছেন নাকি আমি করলাম! শুনুন মালিক সাহেব, এরকম 'সমালোচনা' জীবনে অনেক দেখলাম। কেমন যেন পান্সে পান্সে লাগছে! দয়া করে সমালোচনার ধরণটা ইট্টু চেঞ্জ করুন!

2.190: Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors.

2.191: And slay them wherever ye catch them, and turn them out from where they have Turned you out; for tumult and oppression are worse than slaughter; but fight them not at the Sacred Mosque, unless they (first) fight you there; but if they fight you, slay them. Such is the reward of those who suppress faith.

যুদ্ধক্ষেত্রে (তাও আবার চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ - ২:১৯০) কবে, কোন্ দুনিয়ার, কে বলেছে 'do not transgress limits; God loveth not transgressors'? আর হ্যাঁ, 'বাম গালে কেহ লাথি দিলে ডান গাল বাড়িয়ে দেবে আরেকটি লাথি খাওয়ার জন্য, তারপর ডান গালে লাথি খেয়ে বলবে - পায়ে আঘাত পেয়েছেন কি!' - এরকম ইউটোপিয়াতে মুহাম্মদ সম্ভবত বিশ্বাস করতেন না! অপ্রিয় শুনালেও মুহাম্মদ হয়তো নিউটনের তৃতীয় সূত্রে বিশ্বাস করতেন {আঘাত (২:১৯০) আস্লে প্রতিঘাত (২:১৯১) অনিবার্য}। তা না হলে নিউটনের সূত্র ভুল প্রমাণিত হবে যে! নিউটনের সূত্র মেনে না চলাতেই যীশু খ্রীষ্টকে হয়তো শূলে চড়তে হয়েছিল! কেহ যদি মালিক সাহেবের উপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় (২:১৯০), মালিক সাহেবকে যদি ওনার নিজের বাড়ি

থেকেই বিতাড়িত করে (২:১৯১); সেক্ষেত্রে মালিক সাহেব কি তার পায়ের তালুতে চুমু খাবেন! মালিক সাহেব তা করতেও পারেন, তবে মুহাম্মদ মনে হয় মালিক সাহেবের মতো অতোটা 'মানব দরদী' ছিলেন না! এ বিষয়ে এডওয়ার্ড গিব্বন কি বলে দেখুনঃ

The greatest crime, the greatest "sin" of Mohammad in the eyes of the Christian West is that he did not allow himself to be slaughtered, to be "crucified" by his enemies. He only defended himself, his family and his followers; and finally vanquished his enemies. Mohammad's success is the Christians' gall of disappointment: He did not believe in any vicarious sacrifices for the sins of others. — Edward Gibbon

ও'লেয়ারি ও থমাস কারলাইল কি বলে দেখুনঃ

History makes it clear however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword is the most fantastically absurd myth that historians have ever repeated. — De Lacy O' Leary - Islam at the Cross Roads

The sword indeed, but where will you get your sword? Every new opinion, at its starting is precisely in a minority of one. In one man's head alone. There it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it, there is one man against all men. That he takes a sword and try to propagate with that, will do little for him. You must get your sword! On the whole, a thing will propagate itself as it can. — Thomas Carlyle - Heroes and Hero Worship

আরো দেখুনঃ

Those who believe that Islam was spread by force are fools who neither know the ways of Islam nor the ways of the world. — Balbir Singh - Navan Hindustan

The critics are blind. They cannot see that the only 'sword' Muhammad wielded was the sword of mercy, compassion, friendship and forgiveness - the sword that conquers enemies and purifies their hearts. His sword was sharper than the sword of steel. But the biased critics of Islam are prejudicial and partisan, who are narrow minded and whose eyes are covered by a veil of ignorance. They see fire instead of light, ugliness instead of beauty and evil instead of good. They distort and present every good quality as a great vice. It reflects their own depravity. — Pandit Gyanandra Dev Sharma Shastri - My Religion, Hinduism

Some people say that Islam was preached by the sword, but we cannot agree with this view. What is forced on people is soon rejected. Had Islam been imposed on people through oppression, there would have been no Islam today. Why? Because the Prophet of Islam had spiritual power, he loved humanity and he was guided by the ideal of ultimate good. — A Hindu Editor of Sat Updaish, 7 July 1915

In the beginning the Prophet's enemies made life difficult for him and his followers. So the Prophet asked his followers to leave their homes and migrate to Medina. He preferred migration to fighting his own people, but when oppression went beyond the pale of tolerance he took up his sword in self-defense. Those who believe religion can be spread by force are fools who neither know the ways of religion nor the ways of the world. They are proud of this belief because they are a long, long way away from the Truth. — Sikh Journalist, Nawan Hindustan, 17 November 1947

The more I study, the more I discover that the strength of Islam does not lie in the sword. — Mahatma Gandhi - Young India

মৌলানা হাবিবুর রহমানের (কাজির বাজার, সিলেট) সাথে মালিক সাহেবও একসময় জামাত করতেন কি না, বা কোনরকম সু-সম্পর্ক ছিল কি না, কে জানে! পরবর্তীতে হয়তো ব্যক্তিগত কোন্দলের কারণে দল থেকে মালিক সাহেবকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এরকম কিছু কি! তারপর হাবিবুর রহমানের সাথে শত্রুতার সূত্র ধরেই কি মালিক সাহেবের ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু? কারণ হাবিবুর রহমান একজন দাড়ি-টুপি-পাগড়ি ওয়ালা পাক্কা মুসলিম? ইসলামের রক্ষক? মালিক সাহেবও একসময় হাবিব সাহেবের মতোই ইসলামের রক্ষক ছিলেন কি!

'মৌলানা হাবিবুর রহমান (মালিক সাহেবের প্রতিদ্বন্দী), শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম, ডঃ গালিব, বিন-লাদেন, নিজামি, মৌলানা মৌদুদি ... মানেই ইসলাম ... আর ইসলাম মানেই তারা' - এই মটোর উপরই কি মালিক সাহেবের আগাধ বিশ্বাস! ওনার রিসার্সের আউটকাম! তা না হলে 'কোরাআন ও মোহাম্মদ' আর্টিকলে তাদের ছবি ও স্টিকার লট্‌কাইবেন কেন, তাই না? মালিক সাহেব কি এই ধরণের বিশ্বাসকে রিয়ালিষ্টিক ও প্র্যাক্‌টিক্যাল মনে করেন। এভাবে কতদূর এগোতে পারবেন বলে আশা করেন!

ভাগ্যের অন্বেষণে বিদেশ পাড়ি দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর (?) পর বাংলাদেশে যেয়ে বাংলাদেশকেও মালিক সাহেব বিদেশের মতো দখতে চেয়েছিলেন কি! তা, কার/কাদের উপর দায়িত্ব সঁপে দিয়ে মালিক সাহেব বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন? একদিকে মোল্লাদের হাতে দেশ ছেড়ে দিয়ে জীবিকার তাগিদে আমেরিকা/ইউরোপের উন্নত পরিবেশে ডেরা বাঁধবেন, আবার আরেকদিকে আশা করবেন দেশটাও এমনি এমনি আমেরিকা/ইউরোপের মতো হয়ে যাবে? আর সেটা না দেখতে পেয়েই ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! কেমন যেন খাপছাড়া বেখাপ্পা মনে হচ্ছে না কি!

কিছু 'মুসলিম' ডাকাতের থ্রেট খেয়ে নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়ে তার রাগ মুহাম্মদের উপর ঝাড়ছেন? মুহাম্মদকেও ডাকাত হিসেবে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন! তবে হ্যাঁ, মুহাম্মদ হয়তো ডাকাতও ছিলেন, তবে প্রচলিত ডাকাতদের মতো না! বিখ্যাত ডাকাত বিরাপ্পানের নাম কে না জানে। তারপরও বিরাপ্পানকে কিন্তু জঙ্গলে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে! দ্যাখেন না, বুশ-ব্লেয়ার 'সর্বময়' ক্ষমতার অধিকারী ডাকাত হওয়া সত্ত্বেও সুরক্ষিত বডিগার্ড ছাড়া একা কোথাও বেরুতে ভয় পায়! আমরা অনেকেই বাপ-মায়ের দেওয়া নাম লিখতে ভয় পাই! মহাত্মা গান্ধির কি কোন বডিগার্ড ছিলো? ফলে বুঝতেই পারছেন, প্রচলিত চোর-ডাকাতরা সবসময়ই ভীরু প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং সারাটা জীবন জঙ্গলের আড়ালেই কাটিয়ে দিতে হয়! এ বিষয়ে মুহাম্মদ সম্বন্ধে রেভারেন্ড বি. স্মিথ কি বলে দেখুনঃ

> **He was Caesar and Pope in one, but he was Pope without the Pope's pretensions and Caesar without the legions of Caesar - without a bodyguard, without a palace. If any one man had the right to say that he ruled by the right divine, it was Mohammad. — Reverend B. Smith**

মালিক সাহেব লিখেছেনঃ

> ''ভাল-চরিত্রবান, সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে ইসলাম, মোহাম্মদ কিংবা কোরআনের কোনই প্রয়োজন নেই'' - **আকাশ মালিক**

কোনই শব্দটার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি। কেন জানি **এক্সট্রিমিষ্ট** আইডিওলজির গন্ধ বেরুচ্ছে! মালিক সাহেবের লট্‌কাইয়া দেওয়া চরিত্রগুলিও কিন্তু ঠিক একই রকম আইডিওলজি মনে পোষণ করে, তবে এক্‌জ্যাক্টলি অপজিট্! এ'কি কোয়েন্সিডেন্স! মালিক সাহেবের আইডিওলজি অনুযায়ী কেহ যদি বলে : 'ভাল-

চরিত্রবান, সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে মালিক সাহেবদের মতো লোকদের কোনই প্রয়োজন নেই', অথবা, 'ভাল-চরিত্রবান, সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের জন্য কাউকে লন্ডনে থাকার কোনই প্রয়োজন নেই' - সেক্ষেত্রে মালিক সাহেব কি বলবেন? কোরান কিন্তু এরকম এক্সট্রিমিষ্ট আইডিওলজির সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করে। দেখুন (সংক্ষেপে কোট্ করলাম) :

6.108: We have made alluring to each people its own doings.

109.6: To you be your Way, and to me mine.

2.256: Let there be no compulsion in religion.

4.137: Those who believe, then reject faith, then believe (again) and (again) reject faith, and go on increasing in unbelief,- Allah will not forgive them.

এরকম আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলো আপনি পড়েছেন বা পড়েননি। চেরি পিক্ করলাম কি! নাহ্ মোটেও না! এই আয়াতগুলো মানুষের বিশ্বাস/আইডিওলজির উপর ব্যাসিস করে। আর আপনি যে চেরি পিক্ করেছেন (২:১৯১ বা এরকম আরো কিছু আয়াত আছে) সেটা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ব্যাসিস করে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন নিয়ম-কানুন যে নেই তার প্রমাণ তো আমরা সবাই দেখছিই! সেটা দেখার জন্য কি ১৪০০ বছর আগে ব্যাক করতে হবে! তারপরও কিন্তু আয়াত ২:১৯০-১৯১ তে কিছু নিয়ম-কানুন দেওয়া আছে, যেটা খুবই রেয়ার!

Prof. M. Azizur Rahman

আমার এক ভায়রা (ওয়াইফের জেঠাতো বোনের হাজ্ব্যান্ড), প্রফেসর এম. এ. রহমান, চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে কানাডাতে আছেন, মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অব নিউফাউন্ডলান্ডের প্রফেসর, ওনার ফিল্ডে ওনার সমতুল্য বাংলাদেশী অরিজিন আর দ্বিতীয় কেহ আছে কি না সন্দেহ, শুধু তা-ই নয় ওনার ফিল্ডে কয়েকজন ওয়ার্লড রিনাউন্ড স্কলারদের মধ্যে সম্ভবত ওনি একজন, IEEE Fellow, পাঁচ-শতাধিক জার্নাল ও কনফারেন্স পেপার পাবলিশ করেছেন, কিছু এওয়ার্ডও আছে। ওনার এক ছেলেও একই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং কানাডার একজন (লিডিং) সায়েন্টিষ্ট। ঘটনা হচ্ছে ওনার মতো একজন স্কলার নামাজ-রোযা কখনও মিস্ করেন না! একদিন ওনাকে ফান্ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজিজ ভাই (আমার অনেক সিনিয়র), এতো নামাজ-রোযা করেন কেন? নামাজ-রোযা না করলে আল্লাহ কি মাইন্ড করবে?' আমার ধারণা ছিল ধর্ম-টর্ম বিষয়ে ওনি মনে হয় তেমন কিছু জানেন না (কারণ ওনি একজন বড় মাপের স্কলার)। পরে দেখলাম আমার ধারণা ভুল, ওনি এ বিষয়ে ভালো নলেজ রাখেন! ওনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'নামাজ-রোযা আল্লাহর জন্য তো না! এগুলি নিজের জন্য!'। এরকম উত্তরে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম! পরে কোরান চেক্ করে দেখলাম, সত্যিই তো তাই, কোরানের কোথাও নামাজ-রোযা না করার জন্য কোনরকম শাস্তির বিধান খুঁজে পেলাম না! ওনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন, বুঝতেই পারছেন পাঁচ শতাধিক পেপার, যেটা খুব কম স্কলারেরই থাকে। আমি ওনার উধৃতি দিয়ে সত্য-মিথ্যা কিছু প্রমাণ করতে চাচ্ছিনে (সেটা হয়তো লজিক্যাল ফ্যালাসি হয়ে যাবে), আমি যেটা

বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে ওনার মতো একজন স্কলারও কিন্তু মালিক সাহেবের কথার ('কোনই প্রয়োজন নেই') সাথে একমত হবেন না। মালিক সাহেবের কমেন্টগুলো এতোটায় ইমোশনাল এবং আন্‌রিয়ালিস্টিক যে, ১০০% মুসলিম তৎক্ষণাৎ রাবিশ্ বলে রিজেক্ট করে দেবে! একজন জ্ঞানি মানুষ হিসেবে এরকম কিছু বলার আগে চিন্তা করা উচিৎ ছিল। বরং মালিক সাহেব যদি ওনার লট্‌কাইয়া দেওয়া চরিত্রগুলোর বিরুদ্ধে বা এমনকি ইসলামের দু'নম্বরি সোর্স হাদিসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেন সেক্ষেত্রে অনেকেরই সাপোর্ট পেতেন, এবং সেটাই প্র্যাক্‌টিক্যাল ও রিয়ালিস্টিক। থিংক্ অ্যাবাউট ইট। পারবেন কি মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের হত্যার জনক আইনষ্টাইন বা রিলেটিভিটি থিওরির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে? সেটা করতে যাওয়া শুধু বোকামিই নয়, সিম্প্‌লি ইম্‌প্র্যাক্‌টিক্যাল ও আন্‌রিয়ালিস্টিক, তাই না! এ'ক্ষেত্রেও ১০০% মানুষ রাবিশ্ বলে উড়িয়ে দেবে!

যদিও মালিক সাহেব আমার মতো লোকদের থেকে সবদিক দিয়েই অনেক এগিয়ে; তথাপি, ওনার (ব্র্যাকেটের) ভেতরের লাল-নীল কালি দিয়ে কমেন্টগুলো পড়ে এবং 'কোরআন ও মুহাম্মদ' আর্টিকলে কিছু ছবি লট্‌কানো দেখে কেন জানি মনে হলো ওনাকে আরো অ-নে-ক দূর এগোতে হবে! ওনি অ-নে-ক পথ পাড়ি দিয়েছেন ঠিকই তবে মরুভূমির ভেতরে কোন এক অজানার উদ্দেশ্যে!

আমি কিন্তু দাদা স্ট্রেইট্ ফরওয়ার্ড মানুষ (এ বিষয়ে হুমায়ুন আযাদের আইডিওলজি কিছুটা ফলো করি)! যাকে যা বলার একদম মুখের উপরই বলে দিই! ভেতরে কিছু রেখে দিই না! কিছু মনে করলে সামনা-সামনিই করা ভালো।

বি.দ্র ঃ আসগর, কাশেম ও মির্জা দা'রা দু'নম্বরি সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে মুহাম্মদের সেক্স লাইফ নিয়ে মুক্তমনা ফোরামে যে পরিমাণ সময় ব্যায় করছে সেই সময়টা যদি তারা কোন বিজ্ঞানভিত্তিক বা হিউম্যানেটেরিয়ান প্রজেক্টে ব্যায় করতো তাহলে মানুষের কিছু উপকারও হতে পারতো!

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com